Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ
সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা।

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৬ই পৌষ বুধবার ১৩৬৭ ইংরাজী 21st Dec. 1960 | ৩১শ সংখ্যা

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

রন্ধনে স্বাচ্ছন্দ্য ও নিপুণতা আনবে।

প্রস্তুতকারক ঃ
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA O. P.

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই পৌষ বুধবার সন ১৩৬৭ সাল।

বিনা "ষ্টেথোস্কোপে" হৃদয়-পরীক্ষার সুযোগ

—•—

একটা গাঁজা খাওয়া কলকেতে গড়গড়ার রবারের নলের মত দুটো নল লাগিয়ে কানে দিয়ে তাই বুকে পিঠে সরিয়ে সরিয়ে রোগীকে কাসতে বলে আর দেখে ইংরাজীতে তাকে "ষ্টেথোস্কোপ" বলে। এই কল না হ'লে ডাঃ রায়ের মত এশিয়ার শ্রেষ্ঠ ডাক্তারও রোগীর হৃদয় পরীক্ষা করতে পারেন না। কিন্তু আমাদের এই ভেজালের দেশে নকল স্বাধীনতা এ যে আমাদের এই কল না লাগাইয়াই পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর মত প্রধান মন্ত্রী এবং বিধান রায়ের মত ডাক্তারের হৃদয় পরীক্ষা করার যে সুযোগ দিয়েছে তা কি এর আগে কেহ মনে করতে পেরেছিল? নেতাজী সুভাষচন্দ্র যখন তাঁহার আজাদ হিন্দ ফৌজকে উৎসাহিত করিয়া বলিতেন—

"চলো চলো দিল্লী চলো!
লালকেল্লা তোড় ডালো!"

পরাধীন ভারতে প্রধানমন্ত্রী না হইয়াও পণ্ডিত জহরলাল তখন বলিয়াছিলেন—সুভাষ যদি দিল্লী আক্রমণ করে আমি স্বয়ং স্বহস্তে তরবারি ধরিয়া তাহাকে প্রতিরোধ করিব। সুভাষচন্দ্র আসিলেন না। পণ্ডিতজী প্রধানমন্ত্রী হইয়া কাশ্মীর আক্রমণকারী হানাদারদের যখন ভারতীয় সৈন্যগণ তাড়াইয়া এলাকার বাহির করে করে, তখন পণ্ডিতজী বিজয়ী সৈন্যদের সাদা পতাকা তুলিয়া যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার সঙ্কেত করিলেন। মক্কেলহীন ব্যারিষ্টার এবার হানাদারদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘে মামলা করিয়া তাঁহার ব্যারিষ্টারী শৌর্য্য দেখাইবার সুযোগ সুবিধা ছাড়িলেন না। ফল যাহা হইয়াছে সকলেই জানেন। পণ্ডিতজীর হৃদয়ের বল, বিনা ষ্টেথোস্কোপেই পরীক্ষা হইল। ৫।৬ বৎসর ধরিয়া চীনারা ভারত সীমা দখল করে পণ্ডিতজী জানিয়াও চুপ করিয়া যাহাতে দেশের লোক তা জানতে পারে সেইজন্য চুপ্পং কুরু নীতি অবলম্বন করিলেন। এ হেন পরাক্রমশালী পণ্ডিতজী চীনা-প্রধান চৌ-এন-লাইকে দিল্লীতে আনিয়া কেন ভারত সীমা দখল করিয়াছে—এই প্রশ্নটাও জিজ্ঞাসা করার সাহস করিতে পারেন নাই। পণ্ডিতজী প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু সাহসে দুর্জ্জয়। বেরুবাড়ী পাকিস্তানকে দান করিয়া কি খেলায় না খেলিলেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বেরুবাড়ী দানের সৎকর্মে প্রথমে প্রধান মন্ত্রীকে হতাশ করিয়া বিক্রম দেখাইয়া শেষে তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া বোধ হয় সমস্ত বাংলাকে বিহারে মার্জ্জারীকৃত করিতে গিয়া যে আছাড় খাইয়াছিলেন তারই প্রতিশোধ লইলেন প্রধান মন্ত্রীর মান রক্ষা করিয়া। অতুল্য বাবু তাঁর জন্মদিবসে বছর বছর লাখ টাকা দিয়া যে পূজা করিয়া একবার বাদ দেওয়ায় বুঝি অপ্রসন্ন হইয়া প্রধান মন্ত্রীর প্রাধান্য রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। অতুল্য বাবুর পূজ্য পূজা ব্যতিক্রম যথাসময়ে সুফল দিবে। যাহা হউক বিনা 'ষ্টেথোস্কোপে' দেশ এত বড় ডাক্তারের হৃদয় পরীক্ষার সুযোগ পাইল।

বেরুবাড়ী হস্তান্তরের প্রতিবাদ

দিল্লীতে সংসদ ভবনের নিকটে বিক্ষোভ

নয়াদিল্লী, ১৬ই ডিসেম্বর ভারতীয় জনসংঘের ৫০০-এরও অধিক সমর্থক পাকিস্তানকে বেরুবাড়ী হস্তান্তর করিবার বিরুদ্ধে পার্লামেন্ট ভবনের নিকটে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ইতিপূর্বে বিক্ষোভকারীরা রাজধানীর বিভিন্ন রাজপথ পরিভ্রমণ করে। শোভাযাত্রী দল 'বেরুবাড়ী ভারতের সম্পত্তি, নেহরুর নহে।' 'যাঁহারা বেরুবাড়ী সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা দেশদ্রোহী।' তাহারা পার্লামেন্টের মাত্র দুই কার্লং দূরে থামিয়া যায়। কারণ পার্লামেন্ট ভবনের নিকটে কোন বিক্ষোভ প্রদর্শন এখন আর অনুমোদন করা হয় না।

বিক্ষোভকারিগণ যে সব প্লাকার্ড বহন করিতেছিল, সেগুলিতে লিখিত ছিল, 'প্রধান মন্ত্রী! ভারতীয় শাসনতন্ত্রের পবিত্রতা রক্ষার প্রতিশ্রুতির কথা মনে রাখিবেন। নুনকে যে অসঙ্গত কথা আপনি দিয়াছেন, তাহার জন্য শাসনতন্ত্রের অমর্যাদা করিবেন না।' শ্রী বি দাশগুপ্ত, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষাল, শ্রীব্রজনারায়ণ ব্রজেশ, শ্রীপ্রকাশবীর শাস্ত্রী ও শ্রী এ বি বাজপেয়ী প্রভৃতি পার্লামেন্টের সদস্যগণ বিক্ষোভকারীদের নিকট বক্তৃতা করেন এবং তাঁহাদের এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁহারা পার্লামেন্টে এই বিলের বিরোধিতা করিবেন। বিক্ষোভকারিগণ পার্লামেন্টের সদস্যদের নিকট একটি স্মারকলিপিও পেশ করেন। ইহাতে বলা হয়, সরকার নিজেকে গণতান্ত্রিক বলিয়া দাবি করেন অথচ জনসাধারণের ব্যাপক বিরোধিতা সত্ত্বেও শাসনতন্ত্র (নবম সংশোধন বিল, ১৯৬০) জন্য সরকার বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। ১৯৪৭ সন হইতে অসংশয়িতভাবে বেরুবাড়ী ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। র‍্যাডক্লিফ কিংবা বাগে ট্রাইব্যুনালের নিকট পাকিস্তান কখনও ইহার অধিকার দাবি করে নাই।

অনাবৃত খাদ্যদ্রব্য

জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ বাজারের ও সহরের মিষ্টান্ন ও তেলে ভাজা বিক্রেতাগণ তাঁহাদের মিষ্টান্ন, ঝুরি, মুড়কি, বাতাসা প্রভৃতি দ্রব্যাদি অনাবৃত অবস্থায় রাখিতেছেন। উহাতে অজস্র মাছি বসে ও পথের ধুলা বালি উড়িয়া পড়ে। এ বিষয়ে বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ভেজাল ছানা বিক্রয়ে দণ্ড

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর স্বাস্থ্য-পরিদর্শক মহাশয়ের অভিযোগক্রমে জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের বিচারক মহোদয় গত ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে ভেজাল ছানা বিক্রয়ের অপরাধে আহিরণ নিবাসী শ্রীফড়িং ঘোষকে ৩০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

"সত্যমেব জয়তে"

স্বাধীন ভারতের "মটো" হইয়াছে এই মহাবাক্যটি। সত্যাশ্রয়ী মাত্রেই এই বিশ্বাস করেন—যে সত্য চিরদিনই জয়লাভ করে পণ্ডিতেরা আরও বলিয়াছেন—

অশ্বমেধ সহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং।
অশ্বমেধ সহস্রাত্তু সত্যমেবাতিরিচ্যতে॥

অর্থ—

দশ শত অশ্বমেধ এক ভাগে দাও,
সত্যকথা—ফল অন্য ভাগেতে চাপাও।
তুলা দণ্ডে করি তোল দেখিবে নিশ্চয়—
সহস্রাশ্বমেধ হৈতে সত্য ভারী হয়।

এই সত্যকে লঙ্ঘন করিয়া মিথ্যার আশ্রয় যাহারা গ্রহণ করে তাহাদের দুর্গতির শেষ থাকে না।

(১) সাঁচে কোইন পতিজই ঝুঁটে জগত ভুলাই।
গলি গলি গোরস ফিরে মদিরা বৈঠ বিকায়॥
চোরকো ছোড়ে সাধকো বাঁধে পথিককো
লাগাওয়ে ফাঁসি।
ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা দুখ লাগে
আউর হাসি॥

(২) গোউয়া দোকে কুত্তা পালে ওসকি
বাছুয়া ভুকা।
শালেকে উত্তম খিলাওয়ে বাপ না
পাওয়ে রুখা॥
ঘরকা বহুরি পীরিত না পাওয়ে
চিৎ চোরায়ে দাসী।
ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা দুখ লাগে
আউর হাসি॥

(১) কলির মনুষ্যগণের চরিত্র বড়ই চমৎকার হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের আচার ব্যবহার দেখিলে দুঃখ হয়, আবার হাসিও পায়। হায় হায়! সত্যবাদীকে কেহ বিশ্বাস করে না, মিথ্যায় জগৎ ভুলাইয়াছে। দেখ দুগ্ধ হেন মহোপকারী দ্রব্য দুগ্ধ বিক্রেতাগণ গলি গলি ভ্রমণ করিয়া বিক্রয় করে, কিন্তু মদিরা একস্থানে বসিয়া বিক্রীত হয়। আবার চোরকে ছাড়িয়া দিয়া সাধুকে বন্ধন করা হয় এবং অনর্থক পথিককে ধরিয়া, তাহার গলায় ফাঁসি লাগান হয়।

(২) হে কলিযুগ! তুমি ধন্য! তোমার তামাসা দেখিয়া দুঃখে কাঁদিতে হয় এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া হাসিতেও হয়! কলির লোকেরা গাভী দোহন করিয়া সেই দুগ্ধ কুকুরকে খাওয়ায়, বাছুর ক্ষুধার্ত্ত থাকে। শালাকে উত্তমরূপে আহার করান হয়, কিন্তু পিতা শুক-রুটিও প্রাপ্ত হন না। স্ত্রী, স্বামীর প্রীতি প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু দাসী চিত্তাকর্ষণ করিয়া থাকে।

ফেরী ঘাট ইজারা

আগামী ৭ই জানুয়ারী বাংলা ২৩শে পৌষ শনিবার জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর দুইটী ফেরী ঘাট তিন বৎসরের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

কবুলিয়তে মানুষ পারাপারের জন্য সকল সময়ে তিনখানি নৌকা রাখার কথা লেখা থাকিলেও বর্ত্তমান সময়ে উভয় ঘাটেই দুইখানির বেশী নৌকা চলাচল করে না। উক্ত বিষয়ে চেয়ারম্যান মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ভিক্ষুকদের জন্য আশ্রম

ভারত সরকার বৃদ্ধ, অক্ষম ও রোগগ্রস্ত ভিক্ষুকদের জন্য আশ্রম এবং কর্মক্ষম ভিক্ষুকদের জন্য কর্মকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া রাজ্যসরকার-সমূহের নিকট পত্র দিয়াছেন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্য সরকার যে পরিকল্পনা পেশ করিবেন তাহা গৃহীত হইলে তদ্দরুণ যে পৌনঃপুনিক ব্যয় হইবে ভারত সরকার তাহার ৫০ শতাংশ বহন করিবেন।

কোটিপতিদের সংখ্যা

লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে রাজস্ব ও অসামরিক ব্যয়-মন্ত্রী ডাঃ বি, গোপাল রেড্ডী জানান যে, বর্ত্তমান বৎসরে ৩১শে তারিখে ভারতে কোটিপতির সংখ্যা ২৮ জন। তিনি জানান যে, এক বৎসর পূর্বেও তাঁহাদের সংখ্যা একই ছিল। দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে ১৬ জন কোটিপতি আছেন। তবে তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা ঠিক নহে।

বে-আইনী ধূমপানে অর্থদণ্ড

রঘুনাথগঞ্জ ছায়াবাণী সিনেমা হলে ধূমপান নিরোধ আইন অমান্য করার অপরাধে জঙ্গিপুর নিবাসী শ্রীফণিভূষণ দাস, শ্রীবংশীভূষণ দাস, শ্রীনিশীথ-নন্দন দাস, শ্রীযোগী মাহাতো ও শ্রীঅজিতকুমার দাস জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতে অভিযুক্ত হন। বিচারে তাঁহাদের প্রত্যেকের ১৫৲ পনর টাকা হিসাবে অর্থদণ্ড হইয়াছে।

মোটর গাড়ীতে ধূমপানের অপরাধে পেস্কার হোসেনের ৫৲ টাকা ও শ্রীশশাঙ্ক ঘোষের ১০৲ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে।

হরতাল

বেরুবাড়ী হস্তান্তরের প্রতিবাদে গত ২০শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ সহরে সুষ্ঠুভাবে হরতাল পালিত হইয়াছে। বৈকালে রঘুনাথগঞ্জ সদর ঘাটে লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তাগণ বক্তৃতা করেন।

জুরীর বিচার

জুরীর বিচার চালু রাখা কিম্বা তুলিয়া দেওয়া সম্পর্কে রাজ্য সরকারসমূহকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন। আইন কমিশন সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে জুরীর বিচার ব্যবস্থা তুলিয়া দিবার জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়নের সুপারিশ করিয়াছেন। কমিশনের মতে এইরূপ বিচার ব্যবস্থা ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ। বর্ত্তমান ফৌজদারী বিধি অনুযায়ী যে কোন রাজ্য সরকার জুরীর বিচার তুলিয়া দিতে সমর্থ। উল্লেখযোগ্য যে, অন্ধ্র প্রদেশ, আসাম, উড়িষ্যা, কেরালা, পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশে জুরীর বিচার ব্যবস্থা নাই। অন্যান্য রাজ্যে নির্দিষ্ট অঞ্চলে নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য জুরীর বিচার ব্যবস্থা চালু আছে।

বাটখারা কম রাখায় দণ্ড

বাটখারার ওজন কম রাখার অপরাধে জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের বিচারক মহোদয় সাজাহান সেখ ও মনিরুদ্দিন সেখের প্রত্যেককে ৪০৲ টাকা এবং শ্রীকন্দর্পমোহন দাস ও রুস্তম সেখের প্রত্যেককে ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৯ই জানুয়ারী ১৯৬১

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

৪০ থাং ডিঃ সেবাইত রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দিং দেং সৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় দিং দাবি ১১১'০৩ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে গদাইপুর ৬·৪৭ শতকের কাত ১২॥৶০ তন্মধ্যে দেন্দারগণের ৬৮॥০ শতক জমির হারাহারী মতে ১১/০ আঃ ৫০৲ খং ১৮২ আদালত মূল্য ১০০৲ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

১০৮ থাং ডিঃ সহস্রাংশুকান্ত আচার্য্য দিং দেং এলু সেখ দাবি ৩৭ টাকা ৩৯ নঃ পঃ থানা সুতি মৌজে নারায়ণপুর ৬৫৩ জমির কাত ৩৮৶৬ আঃ ১০৲ খং ৭৩ আদালত মূল্য ৩৫০৲

১৩৯ থাং ডিঃ ঐ দেং হাসিমুদ্দিন মণ্ডল দিং দাবি ১০১ টাকা ১ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ২/০ জমির কাত ২৶০ আঃ ১০৲ খং ১১২ আদালত মূল্য ১৫০৲

১৭১ থাং ডিঃ ঐ দেং ললিতকুমার পাঁড়ে দিং দাবি ১৬৩ টাকা ৩২ নঃ পঃ থানা ঐ মৌজে ফতুল্লাপুর ৭-১১ শতকের কাত ২৩৮৶৮ আঃ ৫০৲ খং ৮৫৯ আদালত মুল্য ২০০০৲

১৯৬০ সালের ডিক্রীজারী

৪১ থাং ডিঃ বিশ্বেশ্বর ঘোষাল দেং হাবিবুল্ল মিঞা দাবি ২১ টাকা ৮৮ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে গণকরচক ও রামচন্দ্রবাটী ২-৫১ শতকের কাত ১১৫/৬ পাই আঃ ২৫৲ খং ২৫ এবং ৭৮৮ আদালত মূল্য ৭৫০৲ রায়ত স্থিতিবান

বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

জবাকুসুম তৈলের গুণ অতুলনীয়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন (২) ও (৫) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

(১)

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন,
সুক্ষণে তুলিল এই মহামুল্য ধন।
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায়?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ।
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে!
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

রচনা—শ্রীশরৎ পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

স্বর্গত সর্দার প্যাটেল

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রতিমূর্ত্তি উন্মোচন

—•—

বল্লভ বিদ্যানগর (গুজরাটে), ১৫ই ডিসেম্বর—পরলোকগত সর্দার প্যাটেল তাঁহার জীবদ্দশায় শিক্ষা, রাজনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যে গঠনমূলক কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা বজায় রাখিবার জন্য অদ্য রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ জনসাধারণকে আহ্বান জানান। আনন্দ হইতে প্রায় চার মাইল দূরে এখানে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ সর্দার প্যাটেলের একটি ব্রোঞ্জনির্মিত প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন। তিনদিনব্যাপী নূতন গুজরাট রাজ্য সফরে রাষ্ট্রপতির ইহাই প্রথম অনুষ্ঠান। রাষ্ট্রপতি বিশেষ ট্রেণে আনন্দে পৌঁছিলে গুজরাটের রাজ্যপাল নবাব মেহদি নাওয়াজ জংগ, রাজ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীরসিক-লাল পারিখা বল্লভ বিদ্যাপীঠের উপাচার্য পুলিসের পদস্থ কর্মচারী এবং বহু বিশিষ্ট নাগরিক তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জানান। রাষ্ট্রপতি সর্দার প্যাটেলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, তাঁহার বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞতার ফলে বহু দেশীয় রাজ্য ভারতের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। তিনি কাশ্মীরের প্রশ্ন উল্লেখ করিয়া বলেন যে, যে সকল কাজ সর্দার প্যাটেল জীবদ্দশায় করিয়া যাইতে পারেন নাই, সেই সকল কাজ তেমনি রহিয়া গিয়াছে।

বৈদেশিক ঋণ বাবদ সুদ

—•—

এক বৎসরে মোট ১৭ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা প্রদান

নয়াদিল্লী, ১৫ই ডিসেম্বর আজ লোকসভায় শ্রীরঘুনাথ সিংয়ের এক প্রশ্নের উত্তরে অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই জানান যে, ভারত সরকার বিদেশ হইতে যে সকল ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন উহাদের সুদ বাবদ ১৯৫৯-৬০ সনে ১৩ কোটি ৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া, ঐ বৎসর বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহও বিদেশ হইতে প্রাপ্ত ঋণ বাবদ ৪ কোটি ২১ লক্ষ টাকা সুদ দিয়াছে।

বার এসোসিয়েশনের প্রতিবাদ

কলিকাতা, ১৫ই ডিসেম্বর নেহরু নুন চুক্তিকে কার্য্যকরী করিয়া বেরুবাড়ী হস্তান্তরের যে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, কলিকাতা হাইকোর্টের বার এসোসিয়েশন আজ এক বিশেষ সভায় তাহার নিন্দা করিয়া বলিয়াছে যে, ইহা ভবিষ্যতের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। কলিকাতা হাইকোর্টের বার এসোসিয়েশন ভারত সরকারের নিকট নেহরু-নুন চুক্তি কার্য্যকরী না করার জন্য দাবী জানাইয়াছে। বার এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক গৃহীত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু সংবিধানকে ডিঙ্গাইয়া এই কাজ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, তাঁহার স্থান রাষ্ট্রের উর্দ্ধে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের কর্ণধারের খেয়াল খুসীমত দেশের কোন অংশ অপর কোন রাষ্ট্রকে দেওয়ার দৃষ্টান্ত যদি আজ স্থাপিত হয়, তবে তাহা দ্বারা ভবিষ্যতে ভারতের অভ্যন্তরে অনৈক্য সৃষ্টি হইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত দেশ খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যাইবে।

বিজ্ঞাপন

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়কে ১৯৬১—৬২ সালে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে নূতন বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ হেতু বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভবন বিক্রয় করা হইবে। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি-গণকে বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর সহিত সত্বর যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

ডাঃ শ্রীশান্তিময় রায় চৌধুরী,
সম্পাদক, রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ

রঘুনাথগঞ্জ — সদরঘাট

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

চ্যবনপ্রাশ

বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত যাবতীয় কবিরাজী ঔষধের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

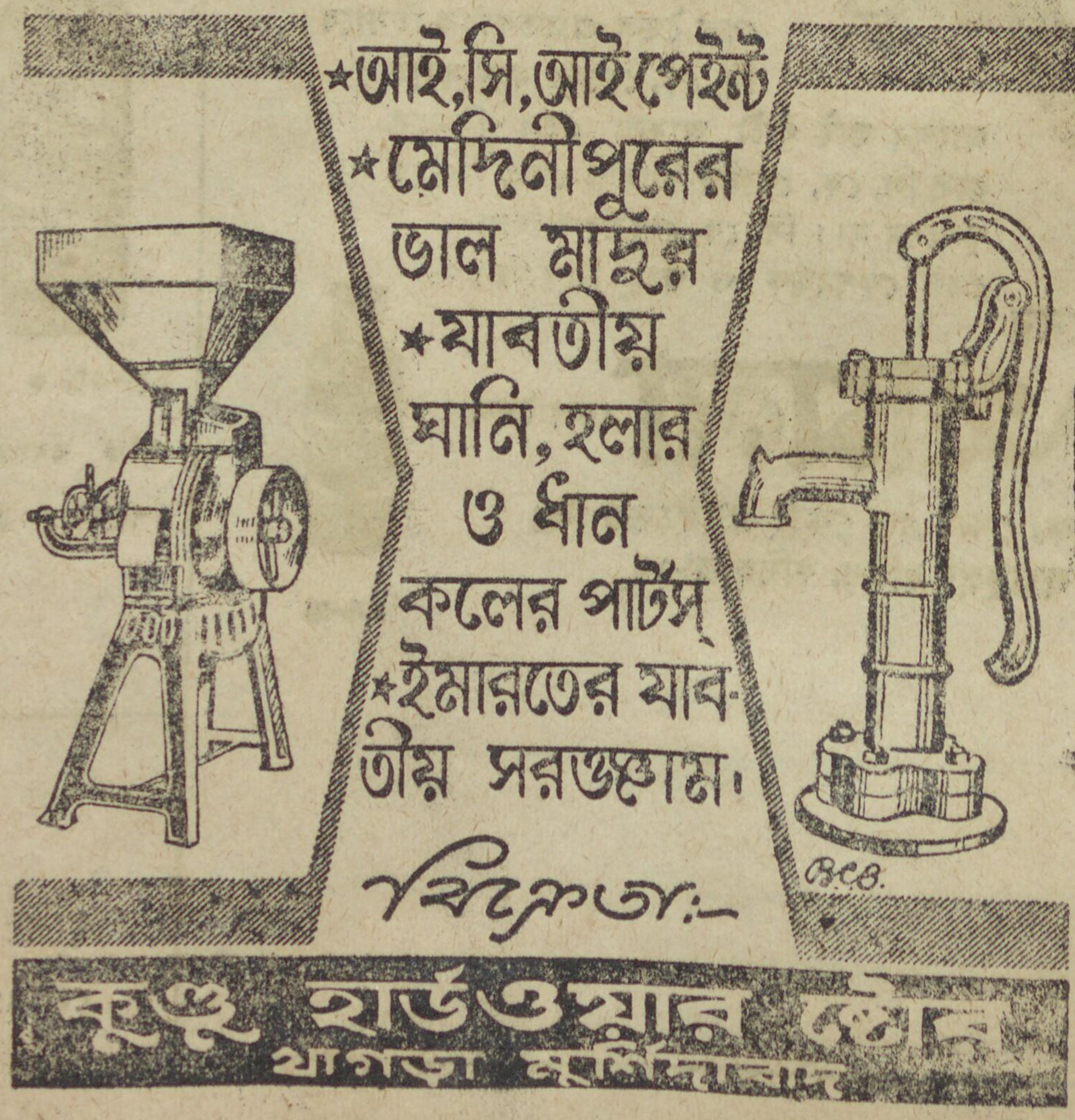

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের
আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১১

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ...

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে ...

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ... ... হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত
ইলেকট্রিক সলিউসন
— দ্বারা —
মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৹ টাকা ও মাশুলাদি ১৵৹ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেন্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত
হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়। আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি। হোমিও পেটেন্ট "আইওলিন" চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।